একনজরে উসূলুল হাদীস

أُصُوْلُ الْحَدِيْثِ-এর সংজ্ঞা : أُصُوْلُ الْحَدِيْثِ ঐ ইলমকে বলা হয় যার দ্বারা হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

اصول الحديث-এর উদ্দেশ্য : أُصُوْلُ الْحَدِيْثِ উদ্দেশ্য হলো হাদীসের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে সে অনুযায়ী আমল করা।

أُصُوْلُ الْحَدِيْثِ-এর আলোচ্য বিষয় : أُصُوْلُ الْحَدِيْثِ-এর আলোচ্য বিষয় হলো হাদীস

اَلْحَدِيْثُ-এর সংজ্ঞা : রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ও তাবি'ঈনের قَوْل [ভাষ্য] فِعْل (কাজ) এবং تَقْرِيْر [মৌন সম্মতি]-কে হাদীস বলা হয়।

اَلْحَدِيْثُ-এর শ্রেণিবিন্যাস : হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হাদীসকে বিভিন্নভাগে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তা আলোচনা করা হলো-

ক. **বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ :** রাবী বা বর্ণনাকারীদের সংখ্যা হিসেবে হাদীস দু'ভাগে বিভক্ত। যথা- (১) خَبَر مُتَوَاتِر ও (২) خَبَر وَاحِد

১. **خَبَر مُتَوَاتِر-এর সংজ্ঞা :** خَبَر مُتَوَاتِر ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার বর্ণনা কারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগে এত বেশি হয় যে, তাদের সকলে কোনো মিথ্যার উপর একমত্য হওয়াকে সুস্থ বিবেক স্বীকার করে না।

২. **خَبَر وَاحِد-এর সংজ্ঞা :** خَبَر وَاحِد ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার বর্ণনাকারীদের সংখ্যা প্রত্যেক যুগে خَبَر مُتَوَاتِر-এর সংখ্যা পরিমাণ হয় না।

খ. **সনদের শেষ প্রান্ত হিসেবে হাদীসের প্রকারভেদ :** সনদের মুনতাহা বা শেষ প্রান্ত হিসেবে হাদীস তিন প্রকারে বিভক্ত। যথা- (১) مَرْفُوْع (২) مَوْقُوْف (৩) مَقْطُوْع

১. **مَرْفُوْع-এর সংজ্ঞা :** مَرْفُوْع ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে রাসূল ﷺ-এর قَوْل (ভাষ্য) فِعْل (কাজ) ও تَقْرِيْر (নীরবতা) -এর উল্লেখ থাকে।

২. **مَوْقُوْف-এর সংজ্ঞা :** مَوْقُوْف ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে কোনো সাহাবীর قَوْل (ভাষ্য) فِعْل (কাজ) ও تَقْرِيْر (নীরবতা) -এর উল্লেখ থাকে।

৩. **مَقْطُوْع-এর সংজ্ঞা :** مَقْطُوْع ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে কোনো তাবেয়ী-এর قَوْل (ভাষ্য) فِعْل (কাজ) ও تَقْرِيْر (নীরবতা) -এর উল্লেখ থাকে।

গ. **বর্ণনার দৃষ্টি কোণ থেকে হাদীসের প্রকারভেদ :** অন্যের নিকট হাদীস ব্যক্ত করা বা বর্ণনা করার দৃষ্টি কোণ থেকে দু'প্রকারে বিভক্ত। যথা- (১) مُعَنْعَن (২) مُسَلْسَل

১. **مُعَنْعَن-এর সংজ্ঞা :** مُعَنْعَن ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদের মধ্যে রাবীগণ একে অপর থেকে عَنْ শব্দের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনা করে থাকে এবং তাকে عَنْعَنَه ও বলা হয়।

২. **مُسَلْسَل-এর সংজ্ঞা :** مُسَلْسَل ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ আদায়ের শব্দ অথবা রাবীদের গুণ অথবা অবস্থা একই ধরনের হয়।

خَبَر وَاحِد-এর প্রকারভেদ

خَبَر وَاحِد বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত

ক. **রাবীদের সংখ্যা হিসেবে خَبَر وَاحِد-এর প্রকারভেদ :** خَبَر وَاحِد রাবীদের সংখ্যা হিসেবে তিন প্রকারে বিভক্ত। যথা- (১) مَشْهُوْر (২) عَزِيْز (৩) غَرِيْب

১. **مَشْهُوْر-এর সংজ্ঞা :** مَشْهُوْر ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে রাবীর সংখ্যা প্রত্যেক যুগে তিনের চেয়ে কম না হয়।

২. **عَزِيْز-এর সংজ্ঞা :** عَزِيْز ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে রাবীর সংখ্যা প্রত্যেক যুগে দু'য়ের কম না হয়।

৩. **غَرِيْب-এর সংজ্ঞা :** غَرِيْب ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে রাবীর সংখ্যা কোনো না কোনো যুগে একজন হয়ে যায়।

খ. রাবীদের صِفَاتٌ হিসেবে خَبَرِ وَاحِدٌ-এর প্রকারভেদ : خَبَرِ وَاحِدٌ স্বীয় রাবীদের صِفَاتٌ বা গুণ হিসেবে ১৬ প্রকার। যথা- (১) صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ (২) صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ (৩) حَسَنٌ لِذَاتِهٖ (৪) ضَعِيْفٌ (৫) حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ (৬) مَوْضُوْعٌ (৭) مَتْرُوْكٌ (৮) شَاذٌّ (৯) مَحْفُوْظٌ (১০) مُنْكَرٌ (১১) مَعْرُوْفٌ (১২) مُعَلَّلٌ (১৩) مُضْطَرِبٌ (১৪) مَقْلُوْبٌ (১৫) مُصَحَّفٌ (১৬) مُدْرَجٌ

১. صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ-এর সংজ্ঞা : صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সকল রাবী ন্যায়পরায়ণ, পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয় এবং তার সনদও مُتَّصِلٌ হয়, আর مُعَلَّلٌ ও شَاذٌّ হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।

২. حَسَنٌ لِذَاتِهٖ-এর সংজ্ঞা : حَسَنٌ لِذَاتِهٖ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার রাবী শুধুমাত্র স্মৃতিশক্তির মধ্যে দুর্বল হয় আর বাকি صَحِيْحٌ لِذَاتِهٖ-এর সকল শর্ত এতে সঠিকভাবে বিদ্যমান থাকে।

৩. ضَعِيْفٌ-এর সংজ্ঞা : ضَعِيْفٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার রাবীর মধ্যে হাদীসে সহীহ্ ও হাসান-এর শর্ত পাওয়া যায় না।

৪. صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ-এর সংজ্ঞা : صَحِيْحٌ لِغَيْرِهٖ ঐ হাদীসে حَسَنٌ لِذَاتِهٖ-কে বলা হয়, যা একাধিক সনদে বর্ণিত হয়ে রাবীর স্মৃতিশক্তির দূর্বলতা দূরীভুত হয়ে যায়।

৫. حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ-এর সংজ্ঞা : حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ ঐ ضَعِيْفٌ হাদীসেকে বলা হয়, যা বিভিন্ন সনদ হয়ে দূর্বলতা দূরীভূত হয়ে যায়।

৬. مَوْضُوْعٌ-এর সংজ্ঞা : مَوْضُوْعٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার রাবী হাদীসে নববীর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী।

৭. مَتْرُوْكٌ-এর সংজ্ঞা : مَتْرُوْكٌ ঐ হাদীসকে বলা হয় ,যার রাবী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে মিথ্যার অপবাদে অভিযুক্ত নয়, বরং তার ব্যক্তি জীবনে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রমাণিত।

৮. شَاذٌّ-এর সংজ্ঞা : شَاذٌّ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার রাবী নিজে ثِقَةٌ হয়; কিন্তু এমন এক জামাতের বিরোধিতা করে যারা তার চেয়ে বেশি ثِقَةٌ হিসেবে খ্যাত।

৯. مَحْفُوْظٌ-এর সংজ্ঞা : مَحْفُوْظٌ ঐ হাদীসকে বলা হয় ,যা شَاذٌّ-এর তুলনায় অগ্রগণ্য।

১০. مُنْكَرٌ-এর সংজ্ঞা : مُنْكَرٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার রাবী ضَعِيْفٌ বা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও ثِقَةٌ রাবীদের বিপরীত রিওয়ায়েত করে।

১১. مَعْرُوْفٌ-এর সংজ্ঞা : مَعْرُوْفٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যা مُنْكَرٌ-এর বিপরীত হবে।

১২. مُعَلَّلٌ-এর সংজ্ঞা : مُعَلَّلٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে এমন কোনো সূক্ষ্ম عِلَّتٌ (কারণ) থাকে যা হাদীস সহীহ্ হওয়ার ব্যাপারে ক্ষতিকর হয় এবং এ বিষয়ে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিই তা জানতে পারে; অন্য কেউ নয়।

১৩. مُضْطَرِبٌ-এর সংজ্ঞা : مُضْطَرِبٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ অথবা মতন-এর মধ্যে এমন বৈপরীত্য পাওয়া যায় যে, তার মধ্যে تَرْجِيْحٌ (প্রাধান্য) বা تَطْبِيْقٌ (সামঞ্জস্য) দেওয়ার কোনো অবকাশ থাকে না।

১৪. مَقْلُوْبٌ-এর সংজ্ঞা : مَقْلُوْبٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে মতন অথবা সনদে অগ্র-পশ্চাৎ হয়ে যায়। অর্থাৎ এক শব্দের স্থানে অন্য শব্দ অথবা এক রাবীর নামের স্থানে অন্য রাবীর নাম এসে যায়।

১৫. مُصَحَّفٌ-এর সংজ্ঞা : مُصَحَّفٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার শব্দাকৃতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও 'নুকতাসমূহের পরিবর্তনের কারণে বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়।

১৬. مُدْرَجٌ-এর সংজ্ঞা : مُدْرَجٌ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যাতে কোনো এক স্থানে রাবী তার নিজস্ব কথাকে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়।

গ. সনদ থেকে রাবী বাদ পড়া বা না পড়া হিসেবে خَبَرِ وَاحِدْ -এর প্রকারভেদ : خَبَرِ وَاحِدْ রাবী পড়ে যাওয়া ও না যাওয়া হিসেবে সাত প্রকারে বিভক্ত। যথা- (১) مُتَّصِلْ (২) مُسْنَدْ (৩) مُنْقَطِعْ (৪) مُعَلَّقْ (৫) مُعْضَلْ (৬) مُرْسَلْ (৭) مُدَلَّسْ

১. مُتَّصِلْ -এর সংজ্ঞা : مُتَّصِلْ ঐ হাদীসকে বলা হয় ,যার সনদে রাবী পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে।

২. مُسْنَدْ -এর সংজ্ঞা : مُسْنَدْ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ রাসূলে কারীম (সা.) পর্যন্ত পৌছে।

৩. مُنْقَطِعْ -এর সংজ্ঞা : مُنْقَطِعْ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদ مُتَّصِلْ না হয়; বরং কোথাও না কোথাও থেকে রাবী বাদ পড়ে যায় ।

৪. مُعَلَّقْ -এর সংজ্ঞা : مُعَلَّقْ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদের প্রারম্ভ থেকে এক রাবী বা একাধিক রাবী অথবা পূর্ণ সনদ পড়ে যায়।

৫. مُعْضَلْ -এর সংজ্ঞা : مُعْضَلْ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার সনদের মধ্যখান থেকে দু'জন রাবী একই সাথে বাদ পড়ে যায়, অথবা যার সনদে একের চেয়ে অধিক রাবী পরস্পর পড়ে যায়।

৬. مُرْسَلْ -এর সংজ্ঞা : مُرْسَلْ ঐ হাদীসকে বলা হয় ,যার সনদের সর্বশেষ রাবী বাদ পড়ে যায়। অর্থাৎ তাবেয়ী-এর পরে কোনো রাবী বাদ পড়ে যায়।

৭. مُدَلَّسْ -এর সংজ্ঞা : مُدَلَّسْ ঐ হাদীসকে বলা হয়, যার রাবী নিজের উস্তাদ অথবা উস্তাদের উস্তাদ-এর নাম উল্লেখ না করে অন্য কারো থেকে হাদীস বর্ণনা করে থাকে।

হাদীস বর্ণনার শব্দসমূহের আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, মুহাদ্দিসীনে কেরাম হাদীস বর্ণনায় অধিকাংশ সময় নিম্নবর্ণিত শব্দসমূহের যে কোনো একটি ব্যবহার করে থাকেন- (১) حَدَّثَنِيْ (২) أَخْبَرَنِيْ (৩) أَنْبَأَنِيْ (৪) سَمِعْتُ (৫) حَدَّثَنَا (৬) أَخْبَرَنَا (৭) أَنْبَأَنَا (৮) قَرَأْتُ (৯) قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ (১০) قَالَ لِيْ فُلَانٌ (১১) ذَكَرَ لِيْ فُلَانٌ (১২) رَوٰى لِيْ فُلَانٌ (১৩) كَتَبَ لِيْ فُلَانٌ (১৪) عَنْ فُلَانٍ (১৫) قَالَ فُلَانٌ (১৬) ذَكَرَ فُلَانٌ (১৭) رَوٰى فُلَانٌ (১৮) كَتَبَ فُلَانٌ

حَدَّثَنِيْ এবং أَخْبَرَنِيْ -এর মধ্যকার পার্থক্য : হাদীস বর্ণনায় حَدَّثَنِيْ ও أَخْبَرَنِيْ -এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না এ ব্যাপারে কিছুটা মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন- مُتَقَدِّمِيْن (মুতাকাদ্দিমীন)-এর নিকট উক্ত শব্দদ্বয় مُتَرَادِفْ বা একটি অপরটির সমার্থক। কিন্তু مُتَأَخِّرِيْن (মুতাআখখিরীন)-এর নিকট শব্দদ্বয়ের মধ্যে এ পার্থক্য বিদ্যমান যে, যদি উস্তাদ পাঠ করে আর ছাত্র শ্রবণ করে এ ক্ষেত্রে ছাত্র একজন হলে حَدَّثَنِيْ আর অধিক হলে حَدَّثَنَا বলতে হবে। তবে যদি ছাত্র পাঠ করে আর উস্তাদ শুনতে থাকেন সে ক্ষেত্রে ছাত্র একজন হওয়ার সময় أَخْبَرَنِيْ আর একের অধিক হলে أَخْبَرَنَا বলতে হবে।

হাদীসের কিতাবসমূহের আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, হাদীসের কিতাবসমূহ বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত, তন্মধ্যে দু'টি প্রকার সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ।

প্রথম প্রকার

হাদীসের কিতাবসমূহ মাসায়েল বিন্যস্তকরণ হিসেবে নয় প্রকারে বিভক্ত। যথা- (১) جَامِعْ (২) سُنَنْ (৩) مُسْنَدْ (৪) مُعْجَمْ (৫) جُزْءْ (৬) مُفْرَدْ (৭) غَرِيْبْ (৮) مُسْتَخْرَجْ (৯) مُسْتَدْرَكْ

গ. বর্ণনার দৃষ্টি কোণ থেকে হাদীসের প্রকারভোদ : অন্যের নিকট হাদীস ব্যক্ত করা বা বর্ণনা করার দৃষ্টি কোণ থেকে দু'প্রকারে বিভক্ত। যথা- (১) مُعَنْعَنْ (২) مُسَلْسَلْ

১. جَامِعْ -এর সংজ্ঞা : جَامِعْ ঐ কিতাবকে বলা হয়, যার মধ্যে أَحْكَامْ ,عَقَائِدْ ,تَفْسِيْر ,آدَابْ ,مَنَاقِبْ ,سِيَرْ ,فِتَنْ এবং عَلَامَاتِ قِيَامَتْ মোট এ ৮ প্রকার বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। যেমন-বুখারী, তিরমিযী।

২. سُنَنٌ -এর সংজ্ঞা : سُنَنٌ ঐ হাদীসের ভাণ্ডারকে বলা হয়, যার মধ্যে বিধি-বিধানের হাদীসসমূহ ফিক্‌হী অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়। যেমন– সুনানে আবূ দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ।

৩. مُسْنَدٌ -এর সংজ্ঞা : مُسْنَدٌ ঐ কিতাবকে বলা হয়, যার মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বা হরফে হিজা অনুযায়ী বা ইসলামে অগ্র-পশ্চাতে দীক্ষিত হওয়া হিসেবে হাদীসসমূহকে বিন্যস্ত করা হয়। যেমন– মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে দারেমী ইত্যাদি।

৪. مُعْجَمٌ -এর সংজ্ঞা : مُعْجَمٌ ঐ কিতাবকে বলা হয়, যার মধ্যে হাদীস বিন্যস্ত করার সময় উস্তাদের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা হয়। যেমন– মু'জামে তিবরানী।

৫. جُزْءٌ -এর সংজ্ঞা : جُزْءٌ ঐ কিতাবকে বলা হয়, যার মধ্যে শুধুমাত্র একই মাসআলার হাদীসসমূহকে একত্রিত করা হয়। যেমন– جُزْءُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلْبُخَارِيْ

৬. مُفْرَدٌ -এর সংজ্ঞা : مُفْرَدٌ ঐ কিতাবকে বলে, যার মধ্যে শুধুমাত্র এক ব্যক্তির সব রিওয়ায়েত একত্রিত করা হয়।

৭. غَرِيْبٌ -এর সংজ্ঞা : غَرِيْبٌ ঐ কিতাবকে বলা হয়, যার মধ্যে এক মুহাদ্দিসের مُتَفَرِّدَاتٌ যা কোনো উস্তাদ থেকে শুনেছে সেগুলোকে একত্রিত করা হয়।

৮. مُسْتَخْرَجٌ -এর সংজ্ঞা : مُسْتَخْرَجٌ ঐ কিতাবকে বলা হয়, যার মধ্যে বিভিন্ন কিতাবের হাওলা ও সনদ বিহীন হাদীসসমূহের হাওলা ও সনদসমূহ সংযোজন করা হয়। যেমন– مُسْتَخْرَجُ أَبُوْ عَوَانَةَ [মুস্তাখরাজে আবূ আওয়ানাহ্]।

৯. مُسْتَدْرَكٌ -এর সংজ্ঞা : مُسْتَدْرَكٌ ঐ কিতাবকে বলা হয়, যার মধ্যে অন্য কোনো কিতাবের শর্তানুযায়ী বাদ পড়া হাদীসসমূহকে উল্লেখ করা হয়। যেমন– মুস্তাদরাকে হাকেম।

দ্বিতীয় প্রকার

হাদীসের কিতাবসমূহ গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়া হিসেবে পাঁচ প্রকার। যথা–

প্রথম প্রকার : ঐ সমস্ত কিতাব যার মধ্যে পূর্ণ হাদীসের ভাণ্ডার সহীহ্ হিসেবে উদ্ধৃত হয়ে থাকে। যেমন– সহীহ্ বুখারী, সহীহ্ মুসলিম, সহীহ্ ইবনে হাব্বান ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার : ঐ সমস্ত কিতাব যাতে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য সব ধরনের হাদীস বিদ্যমান, তবে সবই দলিল-প্রমাণের জন্য প্রযোজ্য। কেননা ضَعِيْفٌ থাকলে তা حَسَنٌ -এর একেবারেই নিকটবর্তী। যেমন– সুনানে আবূ দাউদ, জামে তিরমিযী ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকার : ঐ সমস্ত কিতাব যাতে গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য সবই বিদ্যমান, চাই দলিল-প্রমাণে প্রযোজ্য হোক বা না হোক। যেমন– মুসনাদে আব্দুর রাজ্জাক।

চতুর্থ প্রকার : ঐ সমস্ত হাদীস গ্রন্থ যার মধ্যে সব হাদীসই ضَعِيْفٌ (দুর্বল)। যেমন– তারিখে খতিবে বাগদাদী।

পঞ্চম প্রকার : ঐ সমস্ত হাদীস গ্রন্থ যাতে مَوْضُوْعٌ বা বানোয়াট হাদীসসমূহকে একত্রিত করা হয়েছে। যেমন– ইবনে জাওযীর মওযূ'আত ইত্যাদি।

جَرْحٌ এবং تَعْدِيْلٌ -এর আলোচনা

প্রকাশ থাকে যে, মুহাদ্দিসীনে কেরাম কোনো রাবীর ক্ষেত্রে সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা বর্ণনা করতে গিয়ে কয়েক ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। কারো ক্ষেত্রে সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতার উচ্চ মর্যাদার শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, কারো ক্ষেত্রে মধ্যম পর্যায়ের, কারো ক্ষেত্রে একেবারে নিম্নপর্যায়ের ব্যবহার করেন। ঠিক তদ্রূপ جَرْحٌ -এর ক্ষেত্রেও উচ্চ, মধ্যম ও নিম্নপর্যায়ের শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

تَعْدِيْلٌ [ন্যায়পরায়ণতা]-এর শব্দসমূহ

(১) ثَبْتٌ حُجَّةٌ (২) ثَبْتٌ حَافِظٌ (৩) ثِقَةٌ مُتْقِنٌ (৪) ثِقَةٌ ثَبْتٌ (৫) ثِقَةٌ ثِقَةٌ (৬) ثِقَةٌ (৭) صَدُوْقٌ (৮) لَابَأْسَ بِهٖ (৯) لَيْسَ بِهٖ بَأْسٌ (১০) مَحَلُّهُ الصِّدْقُ (১১) جَيِّدُ الْحَدِيْثِ (১২) صَالِحُ الْحَدِيْثِ (১৩) شَيْخٌ وَسَطٌ (১৪) شَيْخٌ حَسَنُ الْحَدِيْثِ (১৫) صَدُوْقٌ إِنْشَاءَ اللّٰهُ (১৬) صُوَيْلِحٌ ইত্যাদি।

جَرْح-এর শব্দসমূহ

مَتْرُوْكٌ . مُتَّفَقٌ عَلَى تَرْكِهِ . مُتَّهَمٌ بِالْكِذْبِ . وَضَّاعٌ يَضَعُ الْحَدِيْثَ . دَجَّالٌ . كَذَّابٌ . صَدُوْقٌ لٰكِنَّهُ مُبْتَدِعٌ . اُخْتُلِفَ فِيْهِ . لَيْسَ بِالْقَوِيِّ . لَيْسَ بِحُجَّةٍ . لَيْسَ بِثِقَةٍ . لَيْسَ بِذَاكَ . يُعْرَفُ وَيُنْكَرُ . فِيْهِ مَقَالٌ . تُكُلِّمَ فِيْهِ . لَيِّنٌ . سَيِّئُ الْحِفْظِ . لَا يُحْتَجُّ بِهِ . فِيْهِ نَظَرٌ . هَالِكٌ . سَاقِطٌ . وَاهٍ بِمَرَّةٍ لَيْسَ بِمَرَّةٍ . لَيْسَ بِشَيْءٍ . ضَعِيْفٌ جِدًّا . اَضْعَفُوْهُ . ضَعِيْفٌ رَوَاهُ يُضَعِّفُ . فِيْهِ ضُعْفٌ . ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ .

جَرْح এবং تَعْدِيْل -এর প্রকারভেদ

প্রকাশ থাকে যে, جَرْح ও تَعْدِيْل -এর প্রত্যেকটি দু'প্রকার- (১) مُبْهَم (২) مُفَسَّر

১. مُبْهَم -এর সংজ্ঞা : مُبْهَم বলা হয় যার মধ্যে جَرْح ও تَعْدِيْل -এর কোনো একটি سَبَب রাবীর মধ্যে প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ থাকবে না, তবে অপ্রকাশ্য থাকবে।

২. مُفَسَّر -এর সংজ্ঞা : مُفَسَّر বলা হয় যার মধ্যে جَرْح ও تَعْدِيْل -এর سَبَب প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ থাকবে।

جَرْح ও تَعْدِيْل গ্রহণযোগ্য হওয়া বা না হওয়া প্রসঙ্গ

تَعْدِيْل ও جَرْح مُفَسَّر এবং تَعْدِيْل مُفَسَّر উভয়টি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। তবে جَرْح مُبْهَم ও تَعْدِيْل مُبْهَم গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য দেখা যায়। কিন্তু এই অভিমতটিই বেশি গ্রহণযোগ্য যে, جَرْح مُبْهَم একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর تَعْدِيْل مُبْهَم গ্রহণযোগ্য। এটিই ইমাম বুখারী (র.), ইমাম মুসলিম (র.), ইমাম তিরমিযী (র.) এবং সকল মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত।

جَرْح এবং تَعْدِيْل গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্তসমূহ :

جَرْح مُفَسَّر এবং تَعْدِيْل مُفَسَّر গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- জরাহকারী এবং তা'দীলকারীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিদ্যমান থাকতে হবে-

(১) ইলম (২) খোদাভীতি (৩) সততা (৪) تَعَصُّب না থাকা (৫) জরাহ ও তা'দীলের কারণসমূহ সম্পর্কে অবগত থাকা। আর জরাহ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য অতিরিক্ত আরোকটি শর্ত হচ্ছে- জরাহকারী غَيْر مُتَعَصِّب হওয়ার সাথে সাথে مُتَعَنِّت এবং مُتَشَدِّد হতে পারবে না।

جَرْح ও تَعْدِيْل -এর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি ও সমাধান

একজন রাবীর মধ্যে جَرْح এবং تَعْدِيْل -এর বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার মোট চারটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-

(১) جَرْح مُبْهَم এবং تَعْدِيْل مُبْهَم (২) جَرْح مُبْهَم এবং تَعْدِيْل مُفَسَّر (৩) جَرْح مُفَسَّر এবং تَعْدِيْل مُبْهَم (৪) جَرْح مُفَسَّر এবং تَعْدِيْل مُفَسَّر ।

উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতিতে جَرْح গ্রহণযোগ্য নয়। আর تَعْدِيْل গ্রহণযোগ্য। তৃতীয় ও চতুর্থ পদ্ধতিতে جَرْح গ্রহণযোগ্য আর تَعْدِيْل গ্রহণযোগ্য নয়। এই শর্তে যে, جَرْح مُفَسَّر-টি এমন কোনো ব্যক্তি থেকে প্রকাশ না পায়, যাকে جَرْح করার ব্যাপারে কট্টরপন্থী অথবা কঠোর অথবা মধ্যমপন্থী হিসেবে গণ্য করা হয়।

বি. দ্র. ইমামে আ'জম আবূ হানীফা (র.) -এর ব্যাপারে বহু বিরোধপূর্ণ গ্রন্থে جَرْح উল্লেখ রয়েছে। এ ধরনের অপবাদ একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা ইমাম সাহেবের ব্যাপারে প্রত্যেক ধরনের تَعْدِيْل যে বিদ্যমান তা একেবারে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। তবে جَرْح -এর ব্যাপার হচ্ছে- কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসীনে কেরামের جَرْح অস্পষ্ট রয়েছে এবং জরাহকারীদের ব্যাপারে এটাও জানা যায় যে, তারা নিজেরাই مُتَعَصِّب, مُتَعَنِّت ও مُتَشَدِّد। কাজেই তাদের জরাহ করার যোগ্যতাই তো নেই। আর উপরে বর্ণিত হয়েছে যে, এ ধরনের জরাহ تَعْدِيْل -এর মোকাবিলায় কখনো গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

প্রয়োজনীয় কিছু চিত্র

صِيَغ أداء

- سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِى
- أَخْبَرَنِى وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ
- قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ
- أَنْبَأَنِى نَاوَلَنِى
- شَافَهَنِى
- كَتَبَ إِلَىَّ
- عَنْ، قَالَ، ذَكَرَ، رَوَى

زِيَادَةُ الثِّقَاتِ

- مَقْبُول
- مَحْفُوظ
- شَاذّ
- مَعْرُوف
- مُنْكَر

طُرُقُ الرِّوَايَةِ

- تَحْدِيث (حَدَّثَنِى)
- إِخْبَار (أَخْبَرَنِى)
- مُنَاوَلَة (نَاوَلَنِى)
- مُكَاتَبَة (كَتَبَ إِلَىَّ)
- إِجَازَة
  - الإِجَازَةُ المُعَيَّنَةُ الخَاصَّةُ
  - الإِجَازَةُ العَامَّةُ
  - الإِجَازَةُ لِلْمَجْهُولِ
  - الإِجَازَةُ بِالْمَجْهُولِ
  - الإِجَازَةُ لِلْمَعْدُومِ
- وَصِيَّت كِتَاب

تَقْسِيمُ الْحَدِيثِ الْمَقْبُولِ بِاعْتِبَارِ التَّعَارُضِ

- مُحْكَم
- مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ
- نَاسِخ
- مَنْسُوخ
- رَاجِح
- مَرْجُوح
- مُتَوَقَّفٌ فِيهِ

أَحْوَالُ الرُّوَاةِ

- تَعْدِيل
  - الرُّتْبَةُ العُلْو
  - الرُّتْبَةُ المُتَوَسِّطُ
  - الرُّتْبَةُ الأَدْنَى
- جَرْح
  - الرُّتْبَةُ العُلْو
  - الرُّتْبَةُ المُتَوَسِّطُ
  - الرُّتْبَةُ الأَدْنَى

চিত্রে উসূলুল হাদীস

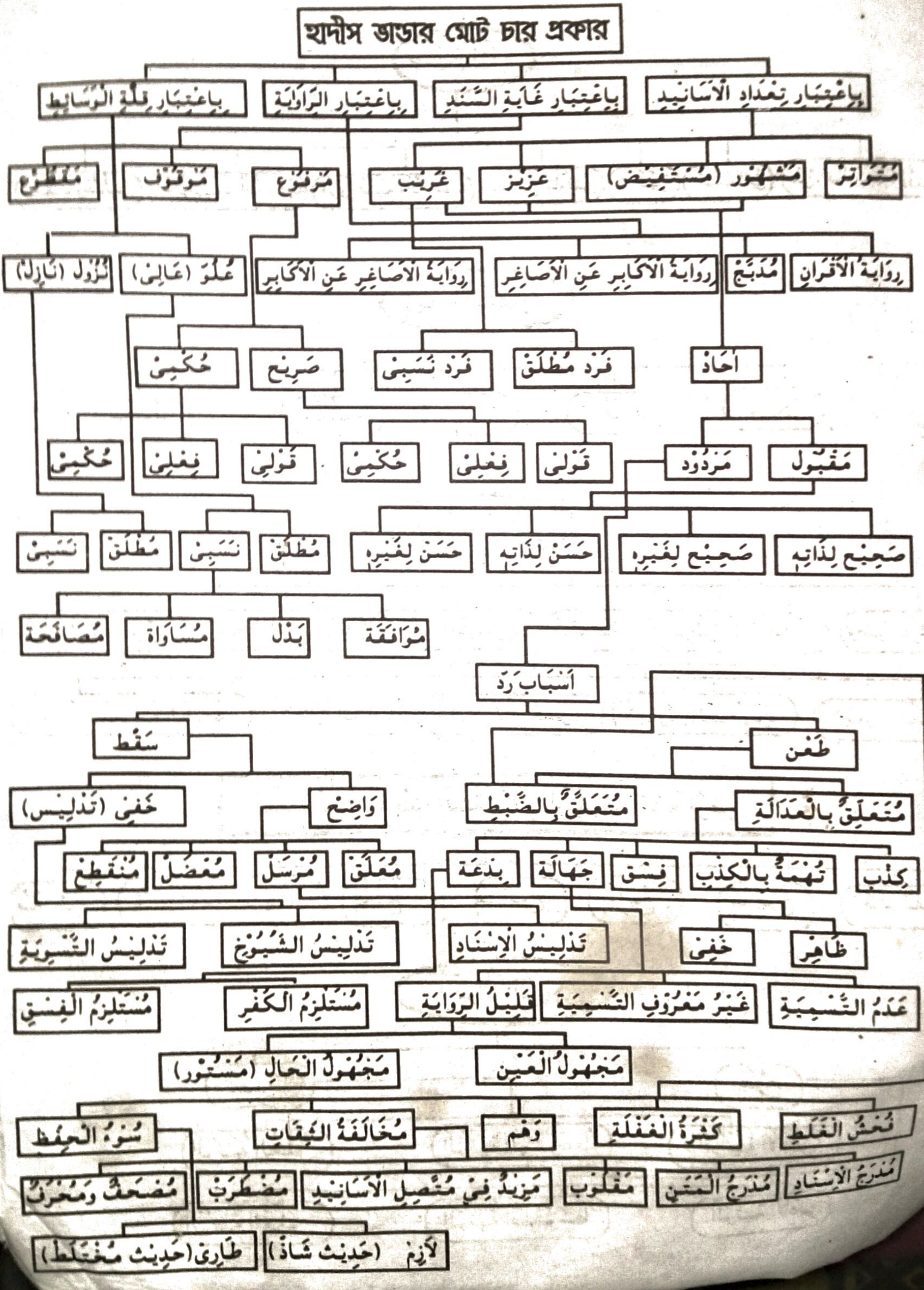
হাদীস ভাণ্ডার মোট চার প্রকার
باعتبار تعداد الأسانيد
باعتبار غاية السند
باعتبار الرواية
باعتبار قلة الوسائط
متواتر
مشهور (مستفيض)
عزيز
غريب
مرفوع
موقوف
مقطوع
رواية الأقران
مدبج
رواية الأكابر عن الأصاغر
رواية الأصاغر عن الأكابر
علو (عالي)
نزول (نازل)
آحاد
فرد مطلق
فرد نسبي
صريح
حكمي
مقبول
مردود
قولي
فعلي
حكمي
قولي
فعلي
حكمي
صحيح لذاته
صحيح لغيره
حسن لذاته
حسن لغيره
مطلق
نسبي
مطلق
نسبي
موافقة
بدل
مساواة
مصافحة
أسباب رد
طعن
سقط
متعلق بالعدالة
متعلق بالضبط
واضح
خفي (تدليس)
كذب
تهمة بالكذب
فسق
جهالة
بدعة
معلق
مرسل
معضل
منقطع
ظاهر
خفي
تدليس الإسناد
تدليس الشيوخ
تدليس التسوية
عدم التسمية
غير معروف التسمية
قليل الرواية
مستلزم الكفر
مستلزم الفسق
مجهول العين
مجهول الحال (مستور)
فحش الغلط
كثرة الغفلة
وهم
مخالفة الثقات
سوء الحفظ
مدرج الإسناد
مدرج المتن
مقلوب
مزيد في متصل الأسانيد
مضطرب
مصحف ومحرف
لازم (حديث شاذ)
طارئ (حديث مختلط)